তাহ'লে অনায়াসে বুঝতে পারতাম যে 'বিনিময়ে দান' যখন দুটি বাক্যেই রয়েছে, তখন এইটি 'জীবন' আর 'কাঞ্চন' দুপক্ষের সাধারণ ধর্ম্ম (property common to both)। সহজেই 'জীবন' হ'ত উপমেয় আর 'কাঞ্চন' উপমান যদিও অলঙ্কার প্রতিবস্তূপমা হ'ত না। আমাদের উদাহরণেও যখন দেখতে পাচ্ছি যে বিনিময়ে দান=বিক্রয়, তখন প্রকৃতে অপ্রকৃতে যে উপমেয় উপমান সম্বন্ধ রয়েছে তা বুঝতে দেরী হয় না। **কিন্তু সমস্যা জাগে সাধারণ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করার ব্যাপারে :** এক বাক্যে 'বিনিময়ে দান', অন্য বাক্যে 'বিক্রয়' থাকায় এদের একটিকে বর্জ্জন ক'রে অন্যটিকে গ্রহণ করতেও যেমন পারি না, তেমনি, যে-ধর্ম্ম উপমেয় উপমান দুইয়েই বর্ত্তমান সে-ই সাধারণ ধর্ম্ম ব'লে, 'বিনিময়ে দান' আর 'বিক্রয়' দুটিকেই সাধারণ ধর্ম্ম বলতে পারি না। এই উভয়সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ কি? **পথ হচ্ছে দুটিকেই গ্রহণ করা, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নয়, একই অর্থের রজ্জুতে বেঁধে দুটিকে অচ্ছেদ্য ক'রে তুলে। এরই নাম বস্তুপ্রতিবস্তুভাবসম্পর্ক—'বিনিময়ে দান' বস্তু, এর সঙ্গে একার্থক 'বিক্রয়' প্রতিবস্তু।** দেখা যাচ্ছে যে আমাদের উদাহরণটিতে অলঙ্কার **প্রতিবস্তূপমা**।

(ii) 'ভোগলিপ্সায় কে করে কোথায় নিষ্ফল এ জীবন?
কাচমূল্যে কি বিক্রয় কভু করে কেহ কাঞ্চন?'—শ. চ.

এখানেও অলঙ্কারনিরূপণের প্রথম স্তরগুলি আগেরটিতে যেমন, তেমনি। 'জীবন' প্রকৃত, 'কাঞ্চন' অপ্রকৃত। কবি 'জীবন'-সূত্রে বলেছেন **'ভোগলিপ্সায় নিষ্ফল করা'** আর 'কাঞ্চন'-সূত্রে বলেছেন **'কাচমূল্যে বিক্রয় করা'**। প্রথম অর্থাৎ প্রকৃত বাক্যটির সঙ্গে অর্থগত একটা সম্পর্ক না থাকলে কবি কখনই দ্বিতীয় বাক্যটি যোজনা করতেন না। 'জীবন' আর 'কাঞ্চন'-সূত্রে কবির উক্তিদুটির মধ্যেই ওই সম্পর্কের বীজ নিহিত আছে ব'লে দৃষ্টি প্রথমেই গেল উক্তিদুটির দিকে। দেখা গেল, **অর্থে এরা এক নয়** অর্থাৎ 'ভোগলিপ্সায় নিষ্ফল করা' আর 'কাচমূল্যে বিক্রয় করা' সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি ব্যাপার। অলঙ্কার তাহ'লে প্রতিবস্তূপমা হ'ল না। অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার বলব যে, সে পথও বন্ধ—বাক্যদুটির মধ্যে সমর্থনমূলক সামান্যবিশেষভাব নাই ('অর্থান্তরন্যাস' দ্রষ্টব্য)। দৃষ্টিটাকে স্বচ্ছতর করতে হ'ল। একটু পরেই Eureka!—ধাতুর রাজা মহার্ঘ কাঞ্চন, কাচ তার কাছে কত নিকৃষ্ট; মহাসম্ভাবনাময় মানবজীবন, ভোগলিপ্সা তার কাছে কত নিকৃষ্ট। এই নিকৃষ্টতায় ভোগলিপ্সা আর কাচ তুল্যমূল্য। আমাদের পূর্ব্বদত্ত এক উদাহরণের পক্ষ

আর শিরীষকেসরের মতন **সম্ভোগলিপ্সা-কাচ বিম্বপ্রতিবিম্ব**, অর্থাৎ একটা গূঢ় গুণের ভিত্তিতে পরস্পরসদৃশ। একটু ব্যাপকভাবে ধরলে, 'সম্ভোগলিপ্সায়-ব্যর্থ-করা' আর 'কাচমূল্যে-বেচা' বিম্ব-প্রতিবিম্ব যেহেতু এরা সম (এক নয়)-ভাবাপন্ন। এখন, **সাধারণ ধর্ম্ম বলতে এই দুটিকেই উল্লেখ করব; কিন্তু দূরগত ভাবসাদৃশ্যের রজ্জুতে বেঁধে দুটিকে অচ্ছেদ্য ক'রে তুলে অর্থাৎ বলব বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্ম**। এর পর বলব **'জীবন'** আর **'কাঞ্চন' বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমেয়-উপমান**। শেষে বলব **উপমেয়বাক্য** আর **উপমানবাক্য এরাও বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের**। সাধারণ ধর্ম্ম বাঁকা, ফলে উপমেয় উপমান বাঁকা, সুতরাং বাক্যদুটির সম্পর্কও বাঁকা—**সব বিম্বপ্রতিবিম্ব**। চলা বাঁকা, বলা বাঁকা, উরু বাঁকা, ভুরু বাঁকা, হাসি বাঁকা, বাঁশী বাঁকা—কেষ্টঠাকুরটিই বাঁকা। এমনটি প্রতিবস্তূপমায় হয় না। **অলঙ্কার এখানে দৃষ্টান্ত**।

প্রতিবস্তূপমা আর দৃষ্টান্তের এই বিশ্লেষণাত্মক উদাহরণব্যাখ্যা-দুটি মূল্যবান্।

নিদর্শনা অলঙ্কারেও **সাধারণ ধর্ম্ম বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন**; কিন্তু, এছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকায় নিদর্শনার আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। সে হবে যথাস্থানে।

অবতরণিকা এইখানে শেষ হ'ল। এইবার অলঙ্কারতিনটির সরল সংজ্ঞা, উদাহরণ ইত্যাদি।

১। *প্রতিবস্তূপমা*

যে অলঙ্কারে

(ক) উপমেয় এবং উপমান দুটি পৃথক্ স্বাধীন বাক্যে থাকে, (খ) উপমেয় উপমান দুই বাক্যেই সাধারণ ধর্ম্ম উল্লিখিত থাকে, (গ) সাধারণ ধর্ম্ম একটি, তবে প্রকাশিত থাকে **বিভিন্ন অথচ একার্থক ভাষায়** অর্থাৎ **বস্তু-প্রতিবস্তুভাবে** এবং (ঘ) তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগ থাকে না, তার নাম **প্রতিবস্তূপমা**।

(i) 'বিশ্বমাঝে তোমার মতন নাইকো কেহই আর
ত্রিভুবনে একের বেশী হয় কি গো মন্দার?'—শ. চ.

—প্রথম বাক্যের 'তুমি' উপমেয়, দ্বিতীয় বাক্যের 'মন্দার' উপমান; সাধারণ ধর্ম্ম একটি—**অদ্বিতীয়ত্ব**, কিন্তু প্রকাশিত দুই ভাষাভঙ্গীতে: 'নাইকো

কেহই আর'=দ্বিতীয় নাই, 'একের বেশী হয় কি ?'=একের বেশী হয় না=দ্বিতীয় নাই—'নাইকো কেহই আর' এবং 'একের বেশী হয় কি ?' বস্তুপ্রতিবস্তু-ভাবাপন্ন। তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগ নাই। অলঙ্কার **প্রতিবস্তূপমা।**

আগেও বলেছি, তবু আর একবার ব'লে রাখি: প্রতিবস্তূপমায় একই সাধারণ ধর্ম্ম দুই বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত থাকলেও এদের অর্থগত **ঐক্যটি তাৎপর্য্যে** বুঝে নিতে হয়—পথটি বক্র। প্রতিবস্তুরচনাতেই কবি-মানসের লীলাবৈচিত্র্যের প্রকাশ।

(ii) "লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে ?
..............................কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে ?"—মধুসূদন।

—'বর্ণিতে' 'গণিতে' তাৎপর্য্যে এক এবং সে তাৎপর্য্য হচ্ছে 'সীমা নির্দ্ধারণ করতে'। উপমেয় লঙ্কার বিভব, উপমান 'সাগরে রত্ন' আর 'আকাশে নক্ষত্র' দুটি। **মালা প্রতিবস্তূপমা।**

(iii) "যদি হ'তো দূরবর্ত্তী পর,
নাহি ছিল ক্ষোভ। শর্ব্বরীর শশধর
মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—'দূরবর্ত্তী পর' পাণ্ডব, 'হ'তো' ক্রিয়ার কর্ত্তা 'ক্ষোভ' দুর্য্যোধনের। পাণ্ডব দূরবর্ত্তী পর হ'লে দুর্য্যোধন ক্ষোভ করতেন না। শর্ব্বরীর (রাত্রির) শশধর (দূরবর্ত্তী) মধ্যাহ্ন-তপনকে দ্বেষ করে না। **'ক্ষোভ'** আর **'দ্বেষ'** তাৎপর্য্যে এক—**বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম।** **উপমেয়** দুর্য্যোধন (ক্ষোভের কর্ত্তা, উহ্য) আর 'দূরবর্ত্তী পর' (পাণ্ডব, উহ্য); **উপমান** যথাক্রমে 'শর্ব্বরীর শশধর' আর 'মধ্যাহ্নের তপন'। বাক্য দুটি। তুলনাবাচক শব্দ নাই। **প্রতিবস্তূপমা।** এই উদাহরণটি বৈচিত্র্যময়।

(iv) "গাভী যে তৃণটি খায়, করে জল পান,
তার সার দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান।
পরদ্রব্য সাধু যদি করেন গ্রহণ,
জীবের মঙ্গলহেতু করেন অর্পণ।"—রজনীকান্ত।

(v) "যে রমণী পতিপরায়ণা
সহচরী সহ সে কি যায় পতিপাশে ?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার।" —মধুসূদন।

(vi) "যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়। প্রভাতে এই-যে ঢুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লব-প্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোনো নামধাম
আছে ?" —রবীন্দ্রনাথ।

—অর্জ্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার উক্তি। 'আমি' (চিত্রাঙ্গদা) উপমেয়, 'শিশির' উপমান। প্রথম বাক্যের **'পরিচয়'** আর দ্বিতীয় বাক্যের **'নামধাম'** অর্থে এক—বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। ('কোনো নামধাম আছে ?' = কিছু পরিচয় নাই)। **প্রতিবস্তূপমা**।

(vii) "রবির উদয়মাত্রে আলোকিত হয়
চরাচর, নাই চেষ্টা, নাই পরিশ্রম,
নাই তাহে ক্ষতিবৃদ্ধি তার ; জানেও না
কোথা কোন্ তৃণতলে কোন্ বনফুল
আনন্দে ফুটিছে তার কনককিরণে।
কৃপাবৃষ্টি কর অবহেলে, যে পায় সে
ধন্য হয়।" —রবীন্দ্রনাথ।

—রাজা বিক্রমদেবের প্রতি সভাসদের উক্তি। 'তুমি' (বিক্রমদেব) উপমেয়, 'রবি' উপমান। (তোমার অর্থাৎ রাজার) **'অবহেলে' (অবলীলা-ক্রমে) কৃপাবর্ষণ** আর (রবির) উদয়মাত্রে **বিনা চেষ্টায় বিনা পরিশ্রমে আলোকবিতরণ** তাৎপর্য্যে এক—বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। আবার, 'যে' অর্থাৎ রাজকৃপালাভকারী ব্যক্তি উপমেয়, (সূর্য্যালোকপ্রাপ্ত) 'বনফুল' উপমান। **ধন্য** হওয়া আর **আনন্দে** ফোটা তাৎপর্য্যে এক—বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। **প্রতিবস্তূপমা**।

নিম্নদত্ত কবিতাংশদুটি 'কাব্যশ্রী'-তে প্রতিবস্তূপমার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় **দুটির একটিতেও প্রতিবস্তূপমা নাই ঃ**

(১) "যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্রসনে নখদন্তে নহিক সমান,
তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায় ?" —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—" 'নখদন্ত' ব্যাঘ্রের অস্ত্র এবং 'ধনুঃশর' মানুষের অস্ত্র।

অতএব সাধারণ ধর্ম্ম ফলিতার্থে এক হইলেও ভিন্নরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। বাক্য দুইটি পৃথক্, কিন্তু উহাদের সাদৃশ্য স্ফুটপ্রতীয়মান, যথাদিশব্দ নাই। অতএব অলঙ্কার প্রতিবস্তূপমা।"

অস্ত্রদৃষ্টিতে বাঘের 'নখদন্ত' আর মানুষের 'ধনুঃশর' সমপর্য্যায়ভুক্ত হ'লেও নখদন্ত আর ধনুঃশর সাধারণ ধর্ম্ম হ'তে পারে না এই কারণে যে নখদন্তী বাঘের সঙ্গে ধনুঃশরধারী মানুষের যুদ্ধে মানুষ বাঘকে হত্যা করলে, মানুষ উপমেয় আর বাঘ উপমান হয় না। সুতরাং উদ্ধৃত কবিতাংশটিতে প্রতিবস্তূপমার কথাই কল্পনাতীত।

উক্তিটি দুর্য্যোধনের এবং এর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ধৃতরাষ্ট্রের

"জিনিয়া কপটদ্যূতে তারে কোস্ জয় ?
লজ্জাহীন অহঙ্কারী !"

এই ধিক্কারবাণীর প্রত্যুত্তর।

অলঙ্কার এখানে **অপ্রস্তুত-প্রশংসা**। দুর্য্যোধন বলতে চান : পাণ্ডবের বাহুবল আছে, আমার তা নাই ; তাই চলেছি কপটতার পথে ; কপটতাই আমার বল, আমার অস্ত্র। এই বলেই পাণ্ডবদের পরাজিত ক'রে জয়ী হয়েছি আমি ; এতে লজ্জার কি আছে ? দুর্য্যোধনের এইটিই অভিপ্রেত বক্তব্য—**প্রস্তুত**। ব্যাঘ্র, ধনুঃশর, নখদন্ত **অ-প্রস্তুত**। **প্রস্তুতটিই ব্যঞ্জিত** হয়েছে

"ব্যাঘ্রসনে নখদন্তে নহিক সমান,
তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায় ?"—

এই অপ্রস্তুতটির দ্বারা।

(২) "সাধু কহে,—শুন মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার,
সব ধর্ম্মমাঝে ত্যাগধর্ম্ম সার
ভুবনে।"—রবীন্দ্রনাথ।

'কাব্যশ্রী'-তে বলা হয়েছে—"এখানে উপমানবাক্যটি পূর্ব্বে বসিয়াছে। মেঘের বৃষ্টিধারা দেওয়া ও আত্মত্যাগ করা তাৎপর্য্যবিচারে একই"।

পূর্ব্বে বসা বাক্যটি উপমানবাক্য হ'লে উপমান বলতে হয় 'মেঘ বরিষার'-কে। পূর্ব্বের বাক্যটিকে উপমানবাক্য বললে পরেরটিকে ('সব ধর্ম্ম···ভুবনে') বলতে হয় উপমেয়বাক্য ; কিন্তু এ বাক্যে উপমেয় কোন্‌টি ? সহজ কথায়, উদ্ধৃতিটিতে সাদৃশ্যের অস্তিত্বই নাই। **অলঙ্কার** এখানে **অর্থান্তরন্যাস :**